প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

বড় হওয়ার প্রথম বড় সোপান

- রাশেদা কে. চৌধুরী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমরা তোমাদের মতো ভাগ্যবান ছিলাম না। বাবার হাত ধরে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। তারপর থেকে শুধুই ক্লাসের পড়া আর ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে অংশ নেওয়ার সুযোগ আমাদের ছিল না। সারা দেশ তাকিয়ে থাকে আমাদের ছোটমণিরা কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে, কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। অসংখ্য টেলিভিশন ক্যামেরা, সাংবাদিক বন্ধুরা ঘুরেফিরে ছবি তোলেন, খবর জোগাড় করেন– কত উৎসাহ, সাজসাজ ভাব! সত্যিই তোমরা ভাগ্যবান।

গত পাঁচ বছরে কী শিখেছ এই সমাপনী পরীক্ষা শুধু তার মূল্যায়নই নয়, পাঠ্যবিষয়গুলো কতটুকু বুঝেছ, জ্ঞানের সম্ভার কতখানি মনের মধ্যে ধারণ করেছ– সেগুলোও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারো।

পাঠ্যবই ভালো করে পড়ে, অনুশীলনীগুলো বারবার চেষ্টা করে যদি ঠিকমতো বুঝে নিতে পারো, তাহলে তোমাদের ভালো ফল না করার কোনো কারণ নেই।

আজকাল অনেক সময় তোমরা বানানের দিকে মনোযোগী হও না, শিক্ষকেরাও এটিকে তেমন গুরুত্ব দেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে যে কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে শুদ্ধ বানান চর্চা করার কোনো বিকল্প নেই। স্পষ্ট ও সুন্দর হাতের লেখা, সঠিক বানান ও সঠিক উত্তর যে কোনো পরীক্ষকের মন জয় করতে যথেষ্ট। তবে সমাপনী পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করা বা জিপিএ-৫ পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হতে হলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। মা-বাবা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করা, সময়মতো পাঠ শেষ করা, খেলাধুলা করা, হাসিখুশি থাকা, বিনয়ী হওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা– এগুলোও প্রয়োজন। পাঠ্যবইয়ে অনেক বড় মাপের মহৎমানুষের জীবনী দেওয়া থাকে। তাঁদের মতো বড় হওয়ার স্বপ্ন তো দেখাই যায়।

তোমাদের জন্য বাবা-মা কত কষ্ট করেন, শিক্ষকেরা কত চিন্তায় থাকেন, সমাজ ও দেশ তোমাদের নিয়ে কত আশা করে। তোমরা অবশ্যই সাহস নিয়ে পরীক্ষা দেবে, মন খারাপ করবে না এবং আরো ভালো করার স্বপ্ন দেখবে। বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদারের স্বপ্ন ছিল সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে ওঠার– তোমরাও নিশ্চয়ই তোমাদের স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছাবে একদিন, আমরা সেই কামনা করি।

রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

[লেখাটি প্রথম আলো কর্তৃক ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের জন্য 'পড়াশোনা' শীর্ষক বিশেষ সংখ্যা থেকে সংকলিত।]

শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন পরবর্তী উদ্যোগ

৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় গৃহীত পদক্ষেপ

গণসাক্ষরতা অভিযান ডিএফআইডি-এর আর্থিক সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করে। এ পরিদর্শন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা মডেল বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং মতবিনিময় থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারে।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান ৮টি জেলার ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি সদস্যদের জন্য মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত দশ ব্যাচ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করে। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ যেমন- গাইবান্ধার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজিপুরের লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুরের ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বগুড়ার দুপচাঁচিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। এতে ৮টি জেলার ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ এলাকার ১৯৮ জন পুরুষ ও ৮৪ জন নারীসহ মোট ২৮২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পরিদর্শনের তাৎক্ষণিক ফলাফল

- মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন।
- পরিদর্শন কার্যক্রম থেকে অর্জিত শিখনসমূহ চিহ্নিতকরণ (দলীয় কাজ, শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষের নামকরণ ও সজ্জিতকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, কমিউনিটির ভূমিকা, এসএমসি'র ভূমিকা, প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ, সহপাঠ কার্যক্রম ইত্যাদি)।
- অর্জিত শিখনসমূহের ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রতিনিধিগণ লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত এক বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

- ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, এসএমসি, শিক্ষকদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা,
- বিদ্যালয় আঙ্গিনায় ফুলের বাগান ও বৃক্ষ রোপণ করা,
- বিভিন্ন মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ,
- শ্রেণিকক্ষসমূহ শিক্ষা উপকরণ দ্বারা সজ্জিতকরণ,
- শিক্ষার্থীদের আঁকা ও লেখা নিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ,
- শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা,
- পাঠদানে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা,
- বিদ্যালয়ের দেয়ালে মনীষীদের ছবি, বাণী এবং তথ্য সন্নিবেশন,
- কমিউনিটির সহায়তায় প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা,
- অভিভাবকদের সহায়তায় কল্যাণ সমিতি গঠন,
- বিদ্যালয় আঙ্গিনায় মডেল চিড়িয়াখানা স্থাপন করা,
- দুর্বল-সবল শিক্ষার্থীর আসনবিন্যাস পরিবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা,
- নিয়মিত মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিদর্শন পরবর্তী সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

পরিদর্শন কার্যক্রম থেকে ফিরে গিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ এলাকার বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম শুরু করেছেন, যেমন-

- ওয়াচ গ্রুপ এলাকার বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ফুলের বাগান তৈরি,
- বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ ও সজ্জিতকরণ করা,
- প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ,
- নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,
- শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা পরিবর্তন,
- কমিউনিটি ও এসএমসি'র অংশগ্রহণ বাড়ানো,
- বিদ্যালয়ের দেয়াল সাজানো,
- শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারীগণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে পর্যায়ক্রমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

মির্জা দেলোয়ার হোসেন

মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে দাবিনামা পেশ

২৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ও মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আপিল উদ্দিন-এর কাছে এ দুটি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দাবিনামা পেশ করা হয়। এসবের মধ্যে ছিল মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি, পুরুন্দরপুর ও খানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ, মোনাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ ও ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি। এ সময়ে দারিয়াপুর ও মোনাখালী এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ওয়াজেদ আলী ও মোঃ রেকাব উদ্দিনসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাদ আহাম্মদ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ মুজিবনগর উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আপিল উদ্দিন-এর কাছে দাবিনামা পেশ করছেন

জামালপুরে সুপারভাইজার ও ভলান্টিয়ারদের বেজলাইন সার্ভে বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্থানীয় এনজিও 'আপউস' যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলার ফুলকোচা, ঘোষেরপাড়া ও জোড়খালী ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তরিখে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় বেজলাইন সার্ভে বিষয়ক সুপারভাইজার ও ভলান্টিয়ারদের তিন দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফুলকোচা ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু, ওরিয়েন্টেশন উদ্বোধন করেন ফুলকোচা ইউপি চেয়ারম্যান এস. এম. মিন্নাতুল বারী সোহেল। ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি নাছির উদ্দিন আহম্মেদ, ওরিয়েন্টেশন উদ্বোধন করেন ঘোষেরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ ওবায়েদুর রহমান। জোড়খালী ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও গোলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ মিনহাজ উদ্দিন, উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ আলমগীর কবির। এ ওরিয়েন্টেশনসমূহে খানাজরিপের সুপারভাইজার ও ভলান্টিয়ারসহ প্রায় একশ' জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশন শেষে জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়।

খানাজরিপ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারী সুপারভাইজার ও ভলান্টিয়ারবৃন্দ

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন

২০ ও ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও 'আপউস'-এর যৌথ উদ্যোগে ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়েছে। ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি নাছির উদ্দিন আহম্মেদ ও ফুলকোচা ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু। ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ ও টিআইবি'র এরিয়া ম্যানেজার আতিকুর রহমান। ওরিয়েন্টেশনে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, পিটিএ ও এসএমসি'র সদস্যসহ ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আবদুল হাই

বহুলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী

হবিগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গণসাক্ষরতা অভিযান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নের বহুলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে তেঘরিয়া ইউনিয়নের রামপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এতে খেলাধুলার বিশটি ইভেন্টে যথাক্রমে গোপায়া ইউনিয়নের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় হাজার এবং তেঘরিয়া ইউনিয়নের ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাতশ' জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এ দুটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ ভূইয়া ও আবু জাফর মোঃ ছালেহ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হক, উত্তম কুমার দাশ, মোঃ আনিস-উজ-জামান প্রমুখ। এছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকা, ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে সকল বিদ্যালয়ে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১০টি বিদ্যালয় সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার মানোন্নয়নে জনগণ-ছাত্র-শিক্ষক সকলের ঐকমত্য

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে তেঘরিয়া ইউনিয়নে সামাজিক নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ ভূইয়া ও আবু জাফর মোঃ ছালেহ, সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হক, মোঃ আনিসুজ্জামান প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে ইউপি সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ'র সভাপতি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, গোপায়া ও তেঘরিয়া ইউনিয়নে মোট ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের নিয়মিত উপস্থিতি, ঝরেপড়া রোধ ও শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হবে।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

মেহেরপুরে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণকারী ও আলোচকবৃন্দ

মেহেরপুরের আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর যৌথ আয়োজনে ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আমদহ ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমঝুপি ইউনিয়নের সভায় ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান। আমদহ ইউনিয়নের সভায় ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি হাজি আজিমউদ্দিন মাস্টার-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এস. এম. আবুল ফজল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউপি সদস্য মোঃ মেহেদী হাসান।

আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী, আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলমগীর, আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহিদুল ইসলাম, দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাদ আহাম্মদ, শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মহাদ্দেস আলী, ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মতিয়ার রহমান ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আঃ রকিব।

আমদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ, আমদহ দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মনোয়ার হোসেন, আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রওশন আরা, রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও ইউপি সদস্য দরুদ আলী। এছাড়াও উভয় সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ'র সভাপতি ও সদস্য, জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ দুটি সভায় আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সাদ আহাম্মদ, লাবনী খাতুন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভা: শিক্ষাজীবনে মায়ের ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদানের তাগিদ

সিরাজগঞ্জ জেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রত্যাশা প্রকল্পের অধীনে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ও ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ভদ্রঘাট এবং ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ও পাঙ্গাসী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভা পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে অত্র ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, এনডিপি প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। এসব সভার শুরুতেই পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণ পাঠ করে সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিটি সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে মা সমাবেশ নিয়মিতকরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবনে মায়ের ভূমিকা যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তার স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি উক্ত সভায় আলোচিত হয়। সভায় বক্তাগণ এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধে মা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে এ ভূমিকা পালনে মাকে সহযোগিতা করতে হবে।

সিরাজগঞ্জে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা: ইস্যুভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে চকনূর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অত্র ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রতি ইউনিয়নের ৫টি করে বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, স্লিপ (SLIP) সদস্য, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় কমিউনিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কে কী দায়িত্ব পালন করবে, এসএমসি ও পিটিএ কমিটি গঠন, তাদের দায়িত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ে কোন কোন ইস্যুর ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

আরিফুল ইসলাম

ভোলায় 'শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' শির্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে ভোলায় 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' শীর্ষক দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে লালমোহন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি এম. আলাউদ্দিন জামাল মেম্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. বি. এম. খলিলুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভোলা সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুস সাত্তার জমাদ্দার, তজুমদ্দিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার রফিকুল ইসলাম তালুকদার প্রমুখ। কর্মশালায় শিক্ষক, অভিভাবক, ইউপি সদস্যসহ ৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেয়। ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুস সাত্তার। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভোলা পিটিআই'র সুপারিনটেনডেন্ট শিরিন শবনম। কর্মশালায় শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি, ইউপি সদস্যসহ ৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেয়।

লালমোহন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. বি. এম. খলিলুর রহমান

ভোলার ভেদুরিয়ায় শিক্ষা বিষয়ক গণশুনানি : ঝরেপড়া রোধ করার অঙ্গীকার

ভোলার সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষা বিষয়ক গণশুনানি। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক আলহাজ্ব আবদুর রশীদ মাস্টার। ওয়াচ কমিটির সভাপতি অলিউল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্যাংকেরহাট কোঅপারেটিভ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোঃ ইসমাইল। আরো বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহে আলম। বক্তাগণ বলেন, অভিভাবকদের আরো সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তারা ছেলেমেয়েদের কাজে না পাঠিয়ে স্কুলে পাঠান। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সবাই শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধে একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

হারুন উর রশীদ

গাইবান্ধায় আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে সেশন পরিচালনা করছেন শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম

সাঘাটা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকার বাজেট প্রণয়ন

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা সভা মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: আইয়ুব হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন এবং সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাঘাটা ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টর মো: আব্দুল বাকী সরকার। এ পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, পিটিএ ও এসএমসি'র সদস্য, অভিভাবক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ এলাকার বিদ্যোৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় চলমান কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়। এরপর আগামী এক বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকার বাজেট তৈরি করা হয়। এ পরিকল্পনা সভায় সবাই অঙ্গীকার করেন যে, নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও ঝরেপড়া রোধে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন।

কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ আয়োজনে সাঘাটা ইউনিয়নের কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা উদয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপত্বি করেন সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: আইয়ুব হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ও সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় 'স্লিপ' কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন সাঘাটা ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল বাকী সরকার। কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'স্লিপ' কমিটির সভাপতি মো: জাহাঙ্গীর কবির 'স্লিপ'র তহবিল সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কী কী উন্নয়ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ'র সদস্য, শিক্ষার্থী ও এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যসহ প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আনছারুজ্জামান

নেত্রকোনার আগিয়া ও দুর্গাপুর ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও 'সেরা'র উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া এবং ২৮ অক্টোবর তারিখে দুর্গাপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আগিয়া ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার এবং দুর্গাপুর ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প্রকান্তি ম্রং-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান শাহনুর আলম সাজু। আগিয়া ও দুর্গাপুর ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা, চিত্রাংকন, যেমন খুশি তেমন সাজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সময়োপযোগী। শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মনন বিকাশে সহায়ক হবে।

কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি

আগিয়া ইউনিয়নে ২০১৩ সালের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা: ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখীকরণের দিকনির্দেশনা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা-এর সহযোগিতায় আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে ১৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে নেত্রকোনার আগিয়া ইউনিয়নের ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে ১২ জন কৃতী শিক্ষার্থী, ১২ জন কৃতী শিক্ষার্থীর মা, ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সম্মাননা ও পুরস্কৃত করা হয়। এ সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্বধলা উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হোসনে আরা বেগম লুৎফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আগিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বধলা উপজেলার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব নূরুল আমিন খান পাঠান শওকত। সভাপতিত্ব করেন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার। এছাড়া শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, জনপ্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে আগিয়া ইউনিয়নের ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপনের পর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজন ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় উপস্থিত অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন সভা: ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম অবহিতকরণ

গাসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন যৌথ আয়োজনে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে এবং ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে এ উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: শহিদুল্লাহর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: গোলাম হাসান। আমিরপুর ইউনিয়নের সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি লায়েক আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বটিয়াঘাটা উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মৌসুমি আক্তার। উভয় সভায় শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় আগত সকলে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত হন। উল্লেখ্য, এ সভায় শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুশীলনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন কর্মশালা: কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগে গুরুত্ব প্রদান

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিখন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: লায়েক আলীর সভাপতিত্বে এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন আমিরপুর ইউনিয়নের চেয়্যারম্যান মো: খায়রুল ইসলাম জনি। কর্মশালায় সহায়ক হিসাবে বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন বটিয়াঘাটা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুধারানী দাশ, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মৌসুমী আক্তার, ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট ড. ফরিদা পারভীন কেয়া প্রমুখ। উক্ত কর্মশালার ১০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তারা এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন শিখন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ গুরুত্ববহ ভূমিকা রাখে।

বনশ্রী ভান্ডারী

বহুলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, সবুজ একটি গ্রাম বহুলা। শহরের খুব কাছাকাছি এর অবস্থান হলেও শহরের যান্ত্রিক কোলাহল এখানে নেই। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নে শান্ত সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে বহুলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯১০ সালে তৎকালীন জমিদার গোপাল পোদ্দার কর্তৃক এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজারের উপরে। এখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এক হাজারের অধিক শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র ১০টি। শিক্ষক আছেন ১২ জন। শীতকালে অবশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছের নিচে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করে। বৃষ্টির দিনে শ্রেণিকক্ষে স্থান সংকুলান হয় না। ফলে বারান্দাতেই পাঠদান কার্যক্রম চলে। নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও এখানে শিক্ষার্থীরা ভালো পড়ালেখা করছে।

ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টির অবস্থা আশির দশক পর্যন্ত খুব ভাল হলেও এরপর থেকেই নানা কারণে এর মান নিম্নমুখী হতে থাকে। অতঃপর স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকগণের কঠোর পরিশ্রমে ২০১০ সালে এসে আবার উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সিলেট বিভাগের মধ্যে প্রথম হয় এই বিদ্যালয়। এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এ বিদ্যালয়কে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। ইতোমধ্যে শিক্ষকগণ এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

এখানে প্রতি মাসে একবার মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার বিষয় ছাড়াও মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন ও পারিবারিক সৌহার্দ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও শিক্ষকগণ নিজ নিজ এলাকায় মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। এতে করে শিক্ষকদের সঙ্গে মায়েদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

স্কুলের এসেম্বলিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ

বছরের শুরুতেই তৈরি করা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সারা বছর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে। বছরের শুরুতেই স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে একটি চমৎকার কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। কাউন্সিলের সদস্যরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে বছরব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষকগণ কাউন্সিলকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টায় সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শপথপাঠ ও শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবে এক নাগাড়ে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত স্কুল চলে। এইভাবে বিদ্যালয়টি সারা বছর তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

এই বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যের শতকরা ৮৫ ভাগ অভিভাবক দিনমজুর ও নিরক্ষর। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অভিভাবকরা সচেতন হয়ে উঠছেন ও বিদ্যালয়ের প্রতিটি কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছেন। আশা করা যায়, বিদ্যালয়টি আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

মেহেরপুরের খন্দকারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের চারা রোপণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে থেকে আমদহ ইউনিয়নের ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পর্যায়ক্রমে ফুলের বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকশ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খন্দকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে ২৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ বিকালে খন্দকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগানে একটি পাতাবাহারের চারা রোপণ করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট মোঃ মিয়াজান আলী। এ সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এহতেশামুল হক সহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

লাবনী খাতুন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট মোঃ মিয়াজান আলী একটি পাতাবারের চারা রোপণ করেন

'কেমন বই চাই' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নেত্রকোনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মালবিকা ভৌমিক

কেমন বই চাই

ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র যৌথ উদ্যোগে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ বিষয়ক 'কেমন বই চাই' ক্যাম্পেইন। অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকের উপর পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সেশন।

অনুষ্ঠানে আগিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হোসনে আরা আক্তার লুৎফা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মালবিকা ভৌমিক এবং এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী এম. এ. মুহিত। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রপের সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার, লেখক-গবেষক আলী আহম্মদ খান আইয়ুব ও আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ বদরুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান এবং উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। মুক্ত আলোচনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসির সদস্য এবং স্থানীয় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সুপারিশ ও মতামত গ্রহণ করা হয়। সভা শেষে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, কারিগরি শিক্ষা এবং মনীষীদের আত্মজীবনী বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৫০০টি বই আগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। সব শেষে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এতে করে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি এই ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত মতামত ও সুপারিশ শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সহায়ক হবে।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং প্রত্যাশার কিছু অংশ নিম্নরূপ :

- পাঠ্যবইয়ের মলাট আরো শক্ত, রঙ্গিন ও আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। বইয়ের মলাট পলিথিন আবৃত হলে ভালো হয়, যাতে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে বা পানি লেগে বই নষ্ট না হয়।
- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা রঙ্গিন হওয়ায় অনেক লেখাই স্পষ্ট বোঝা যায় না। এছাড়া এক পৃষ্ঠার উপর আরেক পৃষ্ঠার ছাপ পড়ায় লেখা একেবারেই পড়া যায় না।
- প্রতিটি অধ্যায়ে পর্যাপ্ত ছবি থাকলে বুঝতে সহজ হয়। অনেক অধ্যায় আছে যেখানে একটিও ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- পাঠ্যবইয়ের অনেক পৃষ্ঠা এলোমেলো, কোনো কোনো পৃষ্ঠায় একদমই ছাপ পড়েনি, এমনকি বইয়ে অনেক পৃষ্ঠা বাদ পড়েছে।
- বইয়ে লাইন ও প্যারার মধ্যে আরো ফাঁকা জায়গা থাকা প্রয়োজন।
- পাঠ্যবইয়ের ছবি সাদাকালো না হয়ে রঙিন হলে ভালো হতো।
- ছবিগুলো আরো স্পষ্ট ও বাস্তব হওয়া প্রয়োজন, যেন ছবি দেখলেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলো গবেষণাগারে দেখতে পাওয়ার সুযোগ থাকলে ভালো হতো।
- শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর সময় সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করলে বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন: পৃথিবী ও মহাকর্ষ বল ইত্যাদি বিষয় পড়ানোর সময় গ্লোব ব্যবহার করলে বুঝতে সহজ হতো।
- ইংরেজি বই-এ আরো বেশি গল্প থাকলে ভাল হতো, ডায়ালগ ভিত্তিক অধ্যায় পড়তে ভাল লাগে না।
- বই বাঁধাই-এর ক্ষেত্রে আরো যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, যেন লেখা বাধাঁই-এর ভিতরে ঢুকে না যায়।

এস. এস. মজিবুর রহমান, সান্ত্বনা আইউব

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org